খেলাফত সিরিজ ১ নম্বর

গাজী

মোসতফা কামাল পাশা

সচিত্র

খেলাফত সিরিজ কার্য্যালয়
১০, সাবেক লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ। মূল্য ।৵

এসিয়ার গৌরব



গাজী
মোসতফা কামাল পাশা

মুস্তফা কামাল পাশা

সূচনা

কনস্টান্টিনোপলের "ওকিত' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক আহমদ আমিন রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ ও শক্তি নির্দ্দেশের জন্য সম্প্রতি তুর্কী জাতীয় দলের রাজধানী আঙ্গোরায় গিয়াছিলেন সেখানে তিনি জাতীয় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ মোস্তফা কামাল পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আহমদ আমিন যে সংবাদপত্রে এই সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

আমি আদনান্ বের সহিত একখানি গাড়ী করিয়া কামাল পাশার বাড়ীতে উপস্থিত হই। এই বাড়ীটী শহরের বাহিরে একটী সুন্দর শ্যামল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখান হইতে শহরের সর্ব্বত্র দৃষ্টি হয়। আঙ্গোরার জনসাধারণ এই বাড়ীটী তাঁহাকে দান করিয়াছে।

আমরা পাশা সাহেবের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া প্রায় পনর মিনিট কাল পুস্তক ও আসবাব পত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। আসবাব পত্র খুব সাদাসিদা ধরণের ছিল। অতঃপর কামাল পাশা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি তখন সামরিক পোষাকে ছিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের সহিত করমর্দ্দন করেন। অতঃপর তিনি জানালার পার্শ্বে উপবেশন করেন। আমি তাঁহার নিকট কতকগুলি লিখিত প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া বিনীত ভাবে বলিলাম, "অনুগ্রহ করিয়া আপনার জীবন-রহস্য সম্বন্ধে জগতের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আমাকে সাহায্য করুন।"

কামাল পাশার আত্ম-জীবনী

অনন্তর কামাল পাশা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—আমি ১৮৮০ সালে স্যালোনিকায় জন্মগ্রহণ করি আমার পিতা প্রাচীন ধরণের একজন তুর্কী ছিলেন। তিনি শহরের শুল্ক বিভাগে কার্য্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি স্যালোনিকায় হাই স্কুলে ভর্ত্তি হই একদিন আমাদের শিক্ষক যখন ক্লাশে পড়াইতে ছিলেন সেই সময় একটী বালকের সহিত আমার ঝগড়া বাধে। আমরা এত গোলযোগ বাধাইয়াছিলাম যে শিক্ষক আমাকে ধরিয়া বিষম প্রহার করেন। আমি স্কুল ত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাই আমার পিতামহী পূর্ব্ব হইতেই আমার স্কুলে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি আমাকে আর স্কুলে যাইতে দিলেন না।

জাতীয় ভাবের অনুভূতি

আমার বয়স তখন প্রায় দশ বৎসর। বীরের গুণ গ্রহণ করিবার বৃত্তি তখন আমার মধ্যে পূর্ণভাবে সজাগ যে রাস্তায় আমি সমস্তদিন খেলা করিতাম সেই রাস্তা দিয়া যে সমস্ত তুর্কী সামরিক কর্ম্মচারী প্রত্যহ চলিয়া যাইত তাঁহারাই আমার আদর্শ ছিল। আমি মনে মনে তাহাদের প্রশংসা করিতাম এবং কালে তাহাদের মত একজন হইবার ইচ্ছা করিতাম। আমি যখন জানিতে পারিলাম যে আমাদের প্রতিবেশীর পুত্র সামরিক স্কুলে পড়িতে যাইতেছে তখন আমিও সঙ্কল্প করিলাম যে সামরিক স্কুলে ভর্ত্তি হইব। কিন্তু আমার মাতা কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না।

বাড়ীতে কাহাকেও না বলিয়া আমি স্যালোনিকার হাই স্কুলে ভর্ত্তি হই, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পাশ করি। মাতার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া আমি উক্ত সামরিক হাই স্কুলে ভর্ত্তি হই। যিনি আমার অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন তাঁহার ও আমার নাম একই। ইহাতে বড়ই গোলযোগের সৃষ্টি হইত একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, আমাদের একজনের নাম বদলাইতে হইবে তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, আমি আমার প্রথম নামের সহিত আর একটী নাম যোগ করিয়া দিয়া কেবল মোস্তফার বদলে মোস্তফা কামাল রাখি তাহা হইলে সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। এইরূপে আমার বর্ত্তমান নামের উৎপত্তি।

হাই স্কুলের পড়া শেষ করিয়া আমি মনাষ্টিরের সামরিক কলেজে প্রবেশ করি। এবং অতঃপর কনষ্টান্তিনোপলের সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণী সমূহে আমরা রাজনীতি চর্চ্চা করিয়া আনন্দ পাইতাম। কঠোর নিয়ম কানুন সত্ত্বেও আমরা জাতীয় ভাবের কতগুলি বই পড়িতে পাইতাম। গবর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট আদেশে এই ভাবের বই পড়া নিষিদ্ধ ছিল এই বিপ্লববাদী পুস্তকগুলি গোপনে পড়িয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিল যে আমাদের শাসন ব্যবস্থার কোথাও কোথাও গলদ আছে দিন দিন আমাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত হইতে লাগিল। রাজনীতিতে এবং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থায় এমন কি স্কুলে—সর্ব্বত্রই ভীষণ একাধিপত্য মূলক শাসন বিরাজ করিত। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে উক্ত শাসন পদ্ধতি জনসাধারণের স্বার্থ ও দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির অনুকূল নহে বরং পরিপন্থী।

গুপ্ত সমিতি গঠন

এই অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমরা আমাদের সহধ্যায়ী ছাত্রবর্গকে

প্রবুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র গুপ্ত সমিতি গঠন করি, এবং একখানি গুপ্ত পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমি উক্ত সমিতির সম্পাদক ও পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলাম।

কিছুদিন পরে সুলতান আবদুল হামিদের গুপ্ত-চর আমাদের সমিতির কথা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট দেয়। ছাত্রবর্গ যাহাতে এইরূপ কার্য্য আর না করিতে পারে সে জন্য স্কুলের অধ্যক্ষকে গবর্ণমেণ্ট সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু আমরা যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম ততদিন এই প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিলাম।

যখন আমরা স্কুল ত্যাগ করিলাম তখন শহরের একটী নির্জ্জন অংশে একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে সমিতির কার্য্য চালাইতে লাগিলাম। একদিন জনৈক ভদ্রলোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি অভাবগ্রস্ত বলিয়া জানাইলেন এবং আমাদের সাহায্য চাহিলেন। তিনি বলিলেন, আমি পূর্ব্বে একজন সামরিক কর্ম্মচারী ছিলাম কিন্তু এখন আমার থাকিবার স্থান নাই—খাইবারও কিছু নাই। আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিলাম এবং সমিতির কামরায় তাঁহাকে ঘুমাইতে দিলাম। দুইদিন পরে সমিতির যাবতীয় সদস্য গ্রেফতার হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। আমাকেও জেলে দেওয়া হইল। এই লোকটি রাজপ্রাসাদের গুপ্ত-চর ছিল। চারিমাস পরে আমরা মুক্তি পাই

কিন্তু বেশীদিন আমি মুক্ত থাকিতে পাই নাই। দুই সপ্তাহ পরে আমি সেনা-ক্যাপটেনরূপে সিরিয়ায় প্রেরিত হইলাম। সেখানে একজন ব্যবসায়ীর সহিত আমার পরিচয় হয়। তাহার ভাগ্য আমারই মত ছিল। সে কনস্তান্তিনোপলের মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিল। স্কুলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন চালানর জন্য তাহাকে সিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ়

বন্ধুত্ব জন্মে। এখানে আমরা দুইজনে স্বাধীনতার জন্য একটী গুপ্ত সমিতি গঠন করি। গণতান্ত্রিক শাসনের আবশ্যকতা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য চালান এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত সিরিয়ায় আমাদের প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতি লাভ করিল। বেরুত, জাফা, জেরুজালেম প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে আমরা এইরূপ সমিতি গঠন করি

আমার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে সিরিয়াবাসীদের চেয়ে ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসীরাই গণ-তান্ত্রিক ভাব গ্রহণ করিতে অধিকতর প্রস্তুত। সেজন্য আমি স্যালোনিকায় যাইতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমাকে সিরিয়া ছাড়িয়া যাইতে দেওয়া হইল না এই সময় শুকরি পাশা স্যালোনিকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাকে আমি সাধু ও উদারমনা বলিয়া জানিতাম। আমার ইচ্ছা জানাইয় এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমি তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম।

তিনি সোজাসুজি আমার পত্রের উত্তর দিলেন না। কারণ উহা খুব বিপদসঙ্কুল ছিল। কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে আমাকে জানাইলেন যে প্রধানতঃ তিনি আমার মতগুলি সমর্থন করেন এবং যতদূর সম্ভব আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার কথায় আশান্বিত হইয়া আমি সিরিয়া হইতে স্যালোনিকা যাত্রা করিলাম পাছে আমার সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এই ভয়ে আমি মিসর ও গ্রীস ঘুরিয়া গেলাম। আমি ছদ্মবেশে স্যালোনিকায় উপস্থিত হইলাম শুকরি পাশা আমার সহিত দেখা করিলেন না। তিনি আমাকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে বাধা দিলেন না বটে, কিন্তু উৎসাহও দিলেন না। আমি একটু নিরাশ হইয়া পড়িলাম চারিমাস কাটিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। অবশেষে কয়েকজন পুরাণ বন্ধুর সহিত আমার

সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাদের নিকট আমার মর্ত প্রকাশ করিলাম, এবং বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নূতন সমিতি গঠন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তাব করিলাম। তাহারা সাহসী আদর্শ যুবক ছিল এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল

ইতিমধ্যে আমি সংবাদ পাইলাম যে কনস্তান্তিনোপল গবর্ণমেণ্ট আমাকে খুঁজিতেছেন। আমাকে সত্বর ফিরিয়া যাইতে বলা হইল। আমি বন্ধুগণের হস্তে সমিতির ভার দিয়া সিরিয়ায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি সিরিয়ায় তিন বৎসর ছিলাম ইহার মধ্যে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য সরকারের অনুমতি চাহিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় সরকার আমাকে সহজেই অনুমতি দিলেন।

আমি স্যালোনিকায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমাদের সমিতির নাম "সোসাইটি অফ্ ইউনিয়ন এণ্ড প্রোগ্রেস্ (মিলন ও উন্নতির সমিতি) রাখা হইয়াছে। ডাঃ নাজিম বে স্যালোনিকায় আসিয়া তাঁহারা প্যারিসে যে সমিতি গঠন করিয়াছেন তাহারই নামানুসারে আমাদের সমিতির নাম রাখিতে আমার বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করেন। আমরা এই নূতন নামে কাজ করিতে লাগিলাম। ফলে ১৯০৮ সালে আমরা সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রতিনিধি মূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলাম।

সেনা বিদ্রোহ

সেনাদলই বিদ্রোহের মূল ও প্রাণ ছিল। সৈনিক কর্ম্মচারীরাই বিপ্লবের নেতা ছিলেন। ফলে সেনাদলে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় আমি প্রস্তাব করি যে সৈন্যদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। বিদ্রোহ—

শেষ হইলে তুর্কী সেনাদল পুনর্গঠিত হয় এই সেনা গঠন ব্যাপারে আমি প্রথমে কন্‌স্তান্তিনোপলের বর্ত্তমান পররাষ্ট্র সচিব ইজ্জৎ পাশার সহিত স্যালোনিকায়, তৎপরে আলবেনিয়ায় এবং অবশেষে কন্‌স্তান্তিনোপলে কার্য্য করিয়াছিলাম। সেই সময় ইটালী তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য আমি ছদ্মবেশ ধরিয়া ত্রিপলি গেলাম। সেখানে আমি বেনগাজী সীমানায় বিদ্রোহী সেনার কর্ত্তৃত্ব ভার লইলাম আমরা এই খানে আক্রমণকারী ইটালি সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে বলকান যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ত্রিপলি অপেক্ষা বলকান সীমান্তে আমার যাওয়ার অধিক দরকার হইল। যখন আমার জন্মভূমি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল তখন সাম্রাজ্যবাদ মূলক ভাব লইয়া ত্রিপলিতে যুদ্ধ করা প্রকৃতই হাস্যকর ব্যাপার। সুতরাং আমি ত্রিপলী ছাড়িয়া কনস্তান্তিনোপলে ফিরিয়া আসিলাম এই সময় বুলগার সৈন্য গ্যালিপলিতে উপস্থিত হইয়াছে। তখনই আমাকে সৈনিক দলে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইল। আমাদের সৈন্যদল আক্রমণ আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বিভিন্ন স্থান বিশেষতঃ ডিমেটোকা অধিকার করিয়া শত্রু সৈন্যকে অনেকটা হটাইয়া দিল

বলকান যুদ্ধের পর আমি কনস্তান্তিনোপলে ফিরিয়া আসিলাম। আমি সেখানে এক বৎসর ছিলাম। তাহার পরই ইউরোপের মহাসমর বাঁধিল

জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ব্যক্তিগতভাবে আমি জার্ম্মাণীর পক্ষে তুর্কীর যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলাম প্রথম হইতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে

জার্ম্মাণী শেষে হারিয়া যাইবে কিন্তু একবার যুদ্ধ ঘোষিত হইলে আমার সেনাদলে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য হইল আমার অনুরোধ অনুসারে আমি দার্দ্দানেলিসে একটী তুর্কী সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইলাম। সেখানে মিত্র সৈন্যকে পরাজিত করিয়া আমি বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির কার্য্য করি

যখন মিত্রশক্তি ও তুর্কীর মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত পত্র স্বাক্ষরিত হইল তখন আমি আলেপ্পোয় ছিলাম। আমি অবশেষে কনস্তান্তিনোপলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে সকলেই নিরাশ ও বিমর্ষ। তুর্কির উপর হঠাৎ যে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল তাহাতে সকল শ্রেণীর লোককেই নিরাশ করিয়াছে। নেতৃবৃন্দের প্রতি সকলেই বিরক্ত হইল। জনসাধারণের মধ্যে একটা সাধারণ নৈতিক অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। আমার মনে হইল, যদি এমন একটী সমিতি গঠন করা যায় যাহা বর্ত্তমান অবস্থার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে,—তবে তাহা সমগ্র জাতির সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিবে

আমরা বুঝিয়াছিলাম যে তুর্কীরাজ্যের ভাগ বণ্টনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আনাতোলিয়াবাসীকে জাগরিত করিয়া তাহাদের রীতিমত সাহায্য না পাইলে কিছুই সম্ভব হইবে না। সে কারণে জনসাধারণের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল আর এইরূপ ভাবে কার্য্য করিবার প্রয়োজনও হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিবার স্থান আনাতোলিয়া—কন্‌স্তান্তিনোপাল নহে। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময়ে আমার সুযোগও জুটিয়া গেল। আমি সৈন্য বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়া সামসুনে প্রেরিত হইলাম। যেদিন গ্রীক সৈন্য স্মার্ণায় পদার্পণ করিল আমি সেই দিনই কনস্তান্তিনোপাল হইতে যাত্রা করিলাম।

তুরস্কের দুর্দ্দিনে

আমার মতলব এইরূপ ছিল যুদ্ধ স্থগিতের পর জাতির রক্ষার জন্য যে সমস্ত সমিতি দেশের সর্ব্বত্র গঠিত হইয়াছিল সর্ব্ব প্রথমে সেই সমিতি-গুলি মিলিত করিয়া একটী বৃহৎ সমিতি গঠন করিতে হইবে। তৎপরে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই সমিতি পক্ষ হইতে সৈন্যদের সাহায্য লইতে হইবে। আমি সৈন্যদের ইনস্পেক্টর থাকায় এই কার্য্যের বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল।

আমি উপরোক্ত মতলব অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলাম আমার কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়াই আমি জাতীয় বিপদের প্রতি সকলের অনুভূতি জাগাইতে লাগিলাম। আমার কার্য্য প্রণালীতে কনস্তান্তিনোপল সরকারের সন্দেহ হইল। তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কার্য্যে ইস্তফা দিলাম, এবং কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার জন্য দেশের সকলকে আহ্বান করিলাম। তাঁহারা মিলিত হইয়া মাতৃভূমির ব্যবচ্ছেদের প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন—ইহাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৯ সালের শরৎকালে এই প্রতিনিধিবর্গ দেশের নানা স্থান হইতে আসিয়া আর্জ্জেরুমে মিলিত হইলেন। দুই মাস পরে আমরা সিভাসে একটী নূতন কংগ্রেস আহ্বান করিলাম এই দুইটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সভায় আমরা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ কার্য্যতালিকা স্থির করিয়া ফেলিলাম। ইতিমধ্যে তুর্কীর প্রতি মিত্রশক্তির মনোভাব শত্রু-ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। তাহারা কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিয়া লইল, প্রতিনিধিদের সভা (চেম্বার অফ্ ডেপুটীজ্) বন্ধ করিয়া দিল এবং বহু নেতাকে গ্রেফতার করিয়া মালটায় নির্ব্বাসিত করিল। এই ঘটনাগুলি শোচনীয় হইলেও ইহা দ্বারা আমাদের কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল।

যাঁহারা বৃটিশের অত্যাচারে কনস্তান্তিনোপল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। আর্জ্জেরুমে যে আন্দোলন আরম্ভ করিলাম তাহা দ্রুতগতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং যাবতীয় জাতীয় নেতা ও জনসাধারণ এমন কি সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত ইহাতে যোগ দিল। ফলে তুরস্কের সকল অংশ হইতে প্রতিনিধি লইয়া জাতীয় সভা গঠিত হইল।

এক্ষণে এই সভাই আনাতোলিয়ায় প্রকৃত শাসন কার্য্য চালাইতেছেন ইহার নিজস্ব শাসন পদ্ধতি, নিজস্ব গঠন প্রণালী, নিজস্ব সৈন্য আছে, এবং মস্কো, ফ্রান্স ও ইটালী প্রভৃতি বারটি দেশে নিজস্ব দূত আছে সম্প্রতি যে সমস্ত বিদেশীরা আঙ্গোরা পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের লিখিত সাক্ষ্য দ্বারা আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে পৃথিবীতে যতগুলি রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত আছে আমাদের দেশ তন্মধ্যে অন্যতম। এখানে কোন ডিক্টেটর (একাধিপতি) রাজা বা প্রেসিডেন্ট নাই। জাতীয় সভার হস্তেই সমস্ত শক্তি ন্যস্ত আছে; আর জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়াই এই জাতীয় সভা গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় সমিতি ও তাহাদের প্রতিনিধিগণ দ্বারা প্রদেশ গুলি শাসিত হয়। প্রাচীন শাসনপদ্ধতি অনুসারে যে কঠোর কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা ছিল তাহা আমরা উঠাইয়া দিয়াছি। আমরা স্থানীয় শাসনভার জনসাধারণের উপর অর্পণ করিয়া তাহাদিগকেই প্রকৃতরূপে দেশের শাসক করিয়াছি। যদিও আমরা এখনও যুদ্ধে লিপ্ত আছি এবং আমাদের শাসন-ব্যবস্থাও অল্পদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তথাপি জাতীয় সভার কার্য্যে আমাদের গণতান্ত্রিক ভাব প্রমাণিত হইতেছে। দেশের পুনর্গঠনের জন্য অনেকগুলি মৎলব আমরা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমরা তুরস্কের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে গণতান্ত্রিক

শাসনের সুবিধা প্রবর্ত্তিত করিতে চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির পুনর্গঠনের একটী বৃহৎ কার্য্য তালিকা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্ল্যানও করা হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা বর্ত্তমান কালে নূতন তুর্কী গড়িয়া তুলিতে চাই।

জাতীয় দলের উদ্দেশ্য

স্থায়ী এবং সম্মানজনক সন্ধি স্থাপনের উপরেই প্রধানতঃ আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সফলতা নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ জাতীয় সভা যে শর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহার সহিত ইহার মিল হওয়া আবশ্যক। এই শর্ত্তগুলি সন্ধির জন্য আমাদের সর্ব্বনিম্ন দাবীগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি, যথা :—

১। যে সমস্ত প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই আরব তাহাদের উপর আমরা সমস্ত দাবী ত্যাগ করিতেছি; কিন্তু তুরস্কের অবশিষ্টাংশকে আমরা সমাজ ধর্ম্ম বা রাজনীতির দিক দিয়া অবিভাজ্য একটি রাজ্য বলিয়া মনে করি আমরা পশ্চিম থ্রেসের অধিবাসীদের হস্তে ইহার শাসন ব্যবস্থার মীমাংসার ভার ছাড়িয়া দিতেছি কিন্তু পূর্ব্ব থ্রেসের পক্ষে কোন আপোষ চলিতে পারে না

২। যে সমস্ত নূতন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের ক্ষুদ্র জাতিদের বিষয়ে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে সেই নীতি অনুসারে তুরস্কের ক্ষুদ্র জাতিদের অধিকার স্বীকার ও অনুমোদন করা হইবে

৪। কন্‌স্তান্তিনোপল ও প্রণালীদ্বয়কে বিনা শর্ত্তে আমাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু শক্তিবৃন্দের প্রণালীর মধ্য দিয়া স্বাধীনভাবে বাণিজ্য ও যাতায়াত করিবার অধিকার থাকিবে।

৫। রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিচারে তুর্কীর পূর্ণ স্বাধনীতা স্বীকার করিতে হইবে।

আপনি দেখিতেছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যমূলক (Imperialist) নহে যে সমস্ত প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী তুর্কী নহে সে স্থানের উপর প্রভুত্বের দাবী আমরা করি না। আমরা যুদ্ধ করিতেছি, কারণ শত্রুরা আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিতেছে তাহারা আমাদিগকে স্বদেশে দাস করিয়া রাখিতে চায়। আমরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা চাই। সমস্ত জাতির এই মহান অধিকারে দাবী আছে এবং কোন জাতি অন্য জাতিকে ইহা না দিয়া পারে না। সুতরাং যে সমস্ত প্রদেশে তুর্কীর সংখ্যা অধিক সেই সমস্ত স্থানে শত্রুরা আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয় তবে আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনর্গঠনের কার্য্যতালিকা কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিয়া যাইব।"

কামাল পাশা ও বলশেভিকে মিতালি

পররাজ্য-লোলুপ সাম্রাজ্যবাদীগণের দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া মোসতফা কামাল পাশা বলশেভিকগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ একটী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে যাহাতে উভয়ে উভয়কে তৃতীয় পক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকারে সাহায্য করিবেন বলশেভিকগণ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ ও যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কামাল পাশাকে অনবরত সাহায্য করিতেছেন। এই সন্ধিপত্রের ফলে ইহাও স্থির হইয়াছে যে জাতীয়দলের রাজধানী আঙ্গোরাতে বলশেভিক দূত ও বলশেভিকদের রাজধানী মস্কো শহরে আঙ্গোরার দূত অবস্থান করিবেন।

আঙ্গোরায় বলশেভিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যিনি দূত হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার নাম নাচারালস্। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে আঙ্গোরায় আসিয়া কামাল পাশাকে সম্বোধন করিয়া এক বক্তৃতা দিয়া বলিয়াছেন "আপনাকে—"বিদ্রোহী"-তুরস্ককে—এবং তাঁহার সাহসী সৈন্যদলকে নমস্কার করিতেছি। গত মার্চ্চ মাসে রুশ-তুর্ক সন্ধি দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে, আমাদের দুই জাতির কেহই হীন দাসত্ব স্বীকার করিবে না। আমরা দুই জাতিই প্রথমে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলাম। স্বাধীনতাকামী জাতিদের আমরাই অগ্রণী। বলশেভিক রুসিয়া তাঁহার অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া প্রাচ্য জাতি সমূহের বিশেষতঃ তুর্কির বন্ধু হইতে চায়। আপনাদের কার্য্য অতিশয় গুরুতর। দেশাত্মদ্

সন্ধির ফলে তুর্কির রাজ্য সামান্য ভূখণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আপনাদের রাজধানী শত্রুহস্তে নিপতিত। বসফোরাস প্রণালী শত্রুর করবলিত। আনাটোলিয়ার দুই তৃতীয়াংশ ফরাসী ও ইটালীর প্রভাব ও প্রভুত্বের অধীনে রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশেও আপনার হস্তপদাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছেন এই সকল দাসত্ব হইতে আপনারা মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। রুসজাতি আপনাদের সাফল্য কামনা করিতেছে।”

কামালপাশা ও আফগান-পারস্যে মিলন

বলশেভিকগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া কামাল পাশা দেখিলেন যে মধ্য-এসিয়ায় অবস্থিত প্রাচীন মোসলেম রাজ্য যথা, পারস্য, আফগানিস্থান, বোখারা প্রভৃতির সহিত ভ্রাতৃবৎ একতা ও বন্ধুতা স্থাপন না করিলে তুর্কির অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া এই সকল রাজ্যে ডেলিগেশন প্রেরণ করিয়া সন্ধির কথা বার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে এই সকল রাজ্যের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আফগাণের সহিত কামাল পাশার যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার শর্ত্ত এই :—

তুর্ক আফগান সন্ধির শর্ত।

১। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের সময় পরস্পরের সহযোগিতার জন্য এই সন্ধি হইল

২ এসিয়ার জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ মূলক স্বাধীনতার নীতি এতদ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এসিয়ার জাতিগুলির স্বদেশিক কিংবা বৈদেশিক ব্যাপারে কোনো বিদেশী জাতির কর্তৃত্বাধিকার স্বীকার করা হইবে না বোখারা ও খিবার পূর্ণ স্বাধীনতা এতদ্বারা স্বীকৃত হইল

৩। আফগানিস্থান তুরস্ক ইসলামের যে সেবা করিয়াছে তাহা এবং তুরস্কের খেলাফতের দাবী স্বীকার করিলেন

৪ কোনো বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আফগানিস্থান ও তুরস্ক যত রকমে সম্ভব পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। প্রাচ্যের রাজনীতিতে যাহাতে প্রাচ্যের বহির্ভূত কোনো জাতি হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তজ্জন্য এই দুই রাজ্য চেষ্ট করিবেন, এবং প্রাচ্যের অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিবেন।

৫। এই দুই দল পরস্পরের মতামত না লইয়া অন্য তৃতীয় শক্তির সহিত সন্ধি করিবেন না। করিতে বাধ্য হইলে অন্য পক্ষকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইবেন।

৬। এই সন্ধি অনুসারে তুর্ক ও আফগানদের বাণিজ্য বিষয়ক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

৭। এই দুই দেশের মধ্যে ডাক বিভাগীয় সম্বন্ধ এখনই স্থাপিত হইবে।

৮ উভয় দেশের লোকের সম্মতি লইবার পরে এই সন্ধি-শর্ত্ত মঞ্জুর করা হইবে।

সন্ধি শর্ত্ত গুলির বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া মাত্র সংক্ষিপ্ত আকার "ইসলামিক নিউজে" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই গুলির অনুবাদ করিয়া দিলাম

পারস্য, বোখরা প্রভৃতি রাজ্যের সহিতও উপরোক্ত মর্ম্মে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে

আঙ্গোরার জাতীয় উৎসব

সম্প্রতি আঙ্গোরায় জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এই উৎসবে আফগান ও আজারবাইজানের মন্ত্রীদ্বয় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিকট-প্রাচ্যের সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য ব্যক্তি ভিন্ন আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের পরিচালকবর্গ ও বৈদেশিক প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা দুইটির মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল:—

আফগান মন্ত্রী সরদার সুলতান আহামদ খাঁ আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের সভাপতিকে অভিনন্দন করিয়া খিলাফতের প্রতি আফগানদিগের আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আফগান জাতি ওসমানীয় খেলাফতের দাবী সংরক্ষণ করিতে গৌরব অনুভব করেন। ওসমানীয় খেলাফত বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বহুবার নিজশক্তির পরীক্ষা দিয়া এবং মুসলমানদের ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। ইসলামের শত্রুরা ভুলিয়া যান যে খেলাফতের অনিষ্ট সাধন করিতে গেলে আফগানজাতিও ব্যথা অনুভব করেন। তুর্কীদের স্বাধীনতার অধিকার লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলা

খেলিতে চাহেন, আফগান জাতি কখনও তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন না।" আফগান মন্ত্রী গাজী মোস্তফা কামালকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে গাজী, 'যাহারা আপনাদিগকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাহাদিগকেই সাহায্য করিয়া থাকেন' —আপনি এই নীতি বাক্যের জ্বলন্ত প্রমাণ সমস্ত মোসলেম জগৎ আজ আপনার দিকে তাকাইয়া আছে। আপনি আমাদের হৃদয়ে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আপনি সত্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান, সকলের সংরক্ষক আল্লাহ আপনাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং তাঁহার কৃপা ও শক্তির আশীর্ব্বাদ আপনার উপর বর্ষণ করুন "

আজরবাইজানের মন্ত্রী ইব্রাহিম আরিফ বে মার্শাল মোস্তফা কামাল পাশাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনি স্বাধীনতার নষ্ট প্রায় গৌরব যেরূপ বীরত্বের সহিত রক্ষা করিয়াছেন, তাহার জন্য সমগ্র ককেশাস আপনার চরণে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ অর্পণ করিতেছে। তুরস্কের স্বাধীনতার এই যে স্মৃতি-উৎসব—ইহা আজরবাইজানের উদ্ধারের স্মৃতি উৎসব। আঙ্গোরা না থাকিলে আজরবাইজানও থাকিতে পারিত না বৈদেশিক-দিগের কবল হইতে তুরস্ককে রক্ষা করিয়া আপনি তুরস্কের বহু প্রতিবেশীরও রক্ষা সাধন করিয়াছেন। আপনার জন্যই তাহারা এখনও পৃথিবীর বক্ষে সম্মান ও গৌরবের জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হইতেছে। আমি ইহাও বলিতে পারি যে, আপনাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন অবস্থা-তেই আমরা থাকিতে পারিব না কারণ তাহা হইলে আপনার সাহায্য ও বিরাট শক্তির সহায়তা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব আমরা তুরস্কের অঙ্গের এক বাহু মাত্র আজ আপনার নাম মধ্য-এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির মুখে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে জন্য আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। কারণ

আপনি আমাদেরই রক্ত-মাংস। মোস্তফা কামাল দীর্ঘজীবি হউন এবং তাঁহার সাহস ও বীরত্বে স্বাধীনতার আত্মা আজ আবার জীবন্ত জাগ্রত হইয়াছে। তাহাও দীর্ঘস্থায়ী হউক ”

তুর্কীতে ভারতীয় গুপ্তচর

তুর্কী জাতীয়দল মুস্তাফা সাগীরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মুস্তাফা সাগীর ভারতবর্ষের ইংরাজ প্রজা সে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে যাহাতে ইংরেজের সহিত তুর্কী জাতীয় দলের ভালভাবে সন্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিবার জন্য আঙ্গোরাতে গিয়াছিল। তুর্কী জাতীয়দল তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন

মুস্তাফা সাগীর কে ?

আঙ্গোরার গবর্ণমেণ্ট মুস্তাফা সাগীর বেগ নামক একজন ভারতীয় মুসলমানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মুস্তাফা সাগীরের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন, “লোকটা কয়েক বৎসর হইল বিদেশে ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দাগিরি করিতেছিল সে আমার নিকট ১৯১২ সালে একখানা চিঠি লিখে চিঠি খানা হংকং হইতে লেখা হইয়াছিল। বলকান যুদ্ধের সময় সাগীর আমার নিকট আর একখানা চিঠি লিখিয়াছিল তার পরে সে মিশরে যায়, সেখানে গিয়া সে মুসলমানের অনেক দুঃখ কষ্ট ঘটাইয়াছিল। গত বৎসর মুস্তাফ সাগীর রোম এবং পরে কনস্তান্তিনোপল হইতে আমার নিকট কয়েকখানি চিঠি লিখিয়াছিল। সে আমাকে ফাঁদে ফেলিবার বহু চেষ্টা করে। সাগীর মিসরে কি গোছের কাজে নিযুক্ত ছিল, তখন আমি তাহার পূর্ণ পরিচয় পাই। গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য তাহাকে নিশ্চয়ই

আঙ্গোরাতে পাঠান হইযাছিল। আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সাজা দিয়া উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন ”

আর একজন

মুস্তাফা সাগীরের আর একজন সঙ্গীকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল, পরে তাহাকে যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে এই অপরাধ যে সে নাকি কনস্তান্তিনোপলের গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত অনুসারে তুর্ক জাতীয়দলের গবর্ণমেণ্ট ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিল।

তুর্কীর উদারতা

খৃষ্টান গ্রীক ও আরমেনিয়ান জাতির উপর অসভ্য বর্ব্বর (?) তুর্কী ভীষণ অত্যাচার করিয়া থাকেন বলিয়া মদগর্ব্বিত সাম্রাজ্যবাদিগণ তাহা সর্ব্বত্র রটাইয়া তুর্কীকে হেয় ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই সকল কাল্পনিক অত্যাচার কাহিনী যে রূপকথার মত নিছক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তাহা বহুবার প্রতিপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান তথা-কথিত গণতন্ত্রমূলক খৃষ্টান রাজ্যে আইনের বিচারে সাদায় কালায় বা খৃষ্টান অ খৃষ্টানের পদে পদে যেরূপ পার্থক্য করা হইয়া থাকে, সনাতন ইসলামে সেরূপ পার্থক্য আদৌ নাই, বরং আইনের চক্ষে উভয়েই সমান। মহানবী হজরত মোহম্মদের জামাতা খলিফা-শ্রেষ্ঠ নরোত্তম হজরত আলী অ-মুসলমান সম্বন্ধে বলিতেন, “তাহাদের রক্ত আমাদেরই রক্ত” ফলকথা, তুর্কীর অধীনে অ-মুসলমান, খৃষ্টান গ্রীক ও আরমেনিয়ানগণ যেরূপ স্বাধীনতা ও উচ্চ সরকারী পদ পাইয়া আসিতেছে, অসহায় ভারতবাসী আজিও সেইরূপ

স্বাধীনতা ও উচ্চ সরকারী পদ হইতে বঞ্চিত। তুর্কীর মতই ইহাদের সকল অধিকার আছে অথচ ইংরাজের অধীনে ভারতবাসীর সেরূপ কোনও অধিকার নাই। তুর্কী তাহার অ মুসলমান খৃষ্টান প্রজাবর্গের উপর যেরূপ দয়ালু ও স্নেহশীল এবং তাহাদিগকে যেরূপ বিশ্বাস করেন, তাহা ভারতবাসীর স্বপ্নের অগোচর সমর বিভাগের সমুদয় কাজ খ্রীষ্টানদের জন্য উন্মুক্ত অপরদিকে এদেশে কেবল বিগত যুদ্ধের পর দুই চারিটি ভারতবাসীকে কমিশন কর্ম্মচারীরূপে লওয় হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্র ও শিক্ষা বিষয়ে খ্রীষ্টানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন এমন কি তুর্কী গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে এই বিষয়ে আর্থিক সাহায্যও করিয়া থাকেন।

তুর্কী গবর্ণমেণ্ট অ-মুসলমান খৃষ্টান প্রজাদিগকে কিরূপ দায়িত্বশালী উচ্চপদ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা আমরা বিগত সনের Ottoman Civil List হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যথা :—

(১) মুসুরাস পাশা (গ্রীক খৃষ্টান) মন্ত্রী, পরে লণ্ডন তুর্কীদূত। (২) য়্যালেকজাণ্ডার ক্যারা থিওরি পাশা (গ্রীক) পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী। (৩) য়্যাগোপ পাশা (আরমেনিয়ান খৃষ্টান) রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী। (৪) ফ্রাঙ্কো পাশা মন্ত্রী, পরে শাসন কর্ত্তা। (৫) য়্যালেকো পাশা (বুলগেরিয়ান খৃষ্টান) দূত, পরে শাসনকর্ত্তা। (৬) গ্রেভিল পাশা (বুলগেরিয়ান) মন্ত্রী, শাসনকর্ত্তা। (৭) ফোটিয়াডস পাশা (গ্রীক) মন্ত্রী, পরে দূত। (৮) রুসতেম পাশা (ক্যাথলিক খৃষ্টান) দূত। (৮) সাভাস পাশা (গ্রীক) পররাষ্ট্র সচিব। (৯) ওহানের পাশা সাবিজ (আরমেনিয়ান) সিভিল লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী। (১০) আর্টিন পাশা দাদিয়ান (আরমেনিয়ান) পররাষ্ট্র সচীবের আণ্ডার সেক্রেটারী। (১১) লাউস পাশা (ক্যাথলিক) শাসনকর্ত্তা ও দূত। (১২) মোজাফফর পাশা (ক্যাথলিক) মন্ত্রী, শাসনকর্ত্তা। (১৩)

পোর্টাক্যাল মাইকেল পাশা (আরমেনিয়ান) মন্ত্রী (১৪) ইউসফ পাশা ফ্রাঙ্কো (ক্যাথলিক) মন্ত্রী (১৫) ভ্যাসা পাশা (ক্যাথলিক) শাসনকর্ত্তা (১৬) কোসটকী য়্যানথোপুলাস পাশা (গ্রীক) দূত। (১৭) মুসুরাস পাশা (১নং মসুরাস পাশার পুত্র) দূত। (১৮) গাভরেয়নি (গ্রীক) রাজ-প্রসাদের প্রধানতম কর্ম্মচারী (১৯) কাউমজিয়াম ওহানেস পাশা (আরমেনিয়ান) শাসনকর্ত্তা। (২০) কাউমজিয়ান রেডবোস এফেন্দি (আরমেনিয়ান) বন ও খনি বিভাগের মন্ত্রী (২১) ম্যাভরোয়নি বে (গ্রীক) সেনেটের সদস্য ও দূত (২২) অরিস্তিদী পাশা (গ্রীক) বাণিজ্য ও কৃষি বিভাগের মন্ত্রী (২৩) গেব্রিয়েল এফেন্দি (আরমেনিয়ান) পররাষ্ট্র-সচিব ও বর্ত্তমান আর্মেনিয়ান কমিটীর সভাপতি (২৪) চামিজ ওহানেস এফেন্দি (আরমেনিয়ান) রাজস্ব-বিভাগের সভাপতি। (২৫) য়্যাবরো এফেন্দি (আরমেনিয়ান) সহকারী সভাসদ (২৬) এরাম এফেন্দি (আরমেনিয়ান) সেনেটর। (২৭) য়্যাজারিয়ান এফেন্দি (আরমেনিয়ান) মন্ত্রী। (২৮) হেবাল্ড বে আবরু (আরমেনিয়ান) তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের প্রধান উকীল। (২৯) ওহান এফেন্দি (আরমেনিয়ান) বিচারমন্ত্রীর আণ্ডার সেক্রেটারী। (৩০) ফাতি বে ফ্রাঙ্কো (ক্যাথলিক) পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আণ্ডার সেক্রেটারী

এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে উপরে কেবল মন্ত্রী, দূত ও শাসনকর্ত্তা-গণের নাম দেওয়া হইল ইহা ব্যতীত অন্যান্য পদ, যথা—বিচারক, জজ, প্রধান জজ, সৈন্যবিভাগের উচ্চপদ, সহকারী শাসনকর্ত্তা ইত্যাদি পদে কত যে অ-মুসলমান খৃষ্টান নিযুক্ত আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট এইরূপ উদাহরণ দেখাইতে পারেন কি? লর্ড সিংহ আড়াই দিনকার গবর্ণরী পাইয়া কি নাকাল হইয়াছিলেন তাহা জানিতে কাহারও

বাকী নাই। তুর্কীরা অজস্র উদারতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও যদি তুর্কীকে পাষণ্ড, অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারী বলিয়া পার্লামেণ্ট হইতে ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ঘোর পক্ষপাতিত্ব আর কি হইতে পারে?

গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও আরমেনিয়ান

তুর্কীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

সুসভ্য খৃষ্টানগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া নানাবিধ কুৎসা রটনা করিতেছিল, সম্প্রতি "আনোদোলিয়া" নামক এক খানি তুর্কী সংবাদপত্রে সে সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

আমেরিকার "রিলিফ কমিশনের" ইউয়েল নামক জনৈক আমেরিকান ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ অনাতোলিয়ায় তুর্কীর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিল এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে আনাতো-লিয়া হইতে বহিষ্কৃত করেন এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার মানসে তাহারা ১৯২২ সনের ৬ই মে তারিখে "টাইমস" পত্রিকায় তুর্কীদের ভীষণ অত্যাচার সম্বন্ধে নানাবিধ অলীক কাহিনী প্রকাশ করে এই সব সংবাদ কতদূর ভিত্তিহীন কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ আমেরিকান দূতসঙ্ঘের নেতা মিঃ গিলেপসীর নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

গিলেপ্সীর বর্ণনা

সম্প্রতি ইউয়েল ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারের জন্য "টাইম্স" পত্রিকায় যে সব মিথ্যা কাহিনী প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সে প্রথমতঃ

আমেরিকার 'শিকাগো ট্রিবিউন' পত্রিকার সংবাদদাতাকে দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তাঁহারা উহা মিথ্যা বলিয়া ছাপাইতে স্বীকার না করিলে আর্মেনিয়ানেরা ঐ সব কাহিনী ইউয়েলের কাছ হইতে কিনিয়া লয়। আর্মেনিয়ানেরাই চেষ্টা করিয়া পরে উহা 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করে। যে সব আমেরিকাবাসী আনাতোলিয়ার কথা অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা আমরা নিজে দেখিয়াছি, তুর্কীরা উদারচেতা ও মহদন্তঃকরণ। যে সব আমেরিকান আনাতোলিয়ায় বাস করে, সেখানকার গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ তাহাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। অন্য জাতির প্রতি তুর্কীরা খুব দুর্ব্ব্যবহার করে—ইউয়েলের এই অভিযোগও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আনাতোলিয়ার প্রবাসী আমেরিকানগণ সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিতেছে

আমেরিকান রিলিফ কমিটির প্রতিনিধি মিস্ ব্ল্যাক্স্, কনষ্টান্টিনোপলস্থ আমেরিকান হাই কমিসনারের কাছে লিখিয়াছেন যে, খরপুটে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সব গুজব বাহির হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমেরিকান রিলিফ কমিটির প্রধান পরিচালক লিখিয়াছেন—: "আঙ্গোরা গবর্ণমেন্টের সহিত আমাদের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য বর্ত্তমান। ইউয়েল টাইমস্ পত্রিকায় যে সব মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের মিত্রতা ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা"

ইউয়েলের কল্পিত কাহিনীগুলি কতদূর মিথ্যা তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন এই অলীক অপবাদের উপর নির্ভর করিয়াই একটা তদন্ত সমিতি নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছেন ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ তুরস্কের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়ুক, ইহাই লর্ড কার্জ্জনের আন্তরিক ইচ্ছা এই সব ব্যাপার হইতে লর্ড কর্জ্জনের গুপ্ত অভিপ্রায়টা

প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে তুর্কার সহিত শান্তি স্থাপনের কথাবার্ত্তা সব বন্ধ হইয়া যায়, এবং আমেরিকা তুর্কীকে যে একটু সাহায্য করিতেছে, তাহাও বন্ধ হইয়া যায়, সে জন্য লর্ড কর্জ্জন যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যে সব ছেলেমানুষী যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ ফ্রান্স, ইটালী ও আমেরিকা ইহাতে কর্ণপাতও করিবে না সুখের বিষয়, আমেরিকানেরা লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে নাই

তুর্কীর প্রশংসায় আনাতোলিয়ার খৃষ্টান

যুক্ত-রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'শিকাগো ট্রিবুনের' বিশিষ্ট প্রতিনিধি আনাতোলিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়া আঙ্গোরার নিকটবর্ত্তী খারপুট নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন এই স্থানে আল আজিজের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ করেন এই নিমন্ত্রণ সভায় আরমেনিয়ানগণের পাদ্রী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :—"আনাতোলিয়ার খৃষ্টানগণের উপর তুর্কী ভীষণ অত্যাচার করিয়া থাকে বলিয়া যে সংবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উহার মূলে কোনও সত্য নাই" "শিকাগো ট্রিবুনের" প্রতিনিধি আরো লিখিয়াছেন যে, "আমি আনোতোলিয়ার খৃষ্টানদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহারা তুর্কীর আশ্রয়ে থাকিয়া বেশ সুখ ও স্বচ্ছন্দতায় কালাতিপাত করিতেছে। এবং তুর্ক সম্বন্ধে যে সকল দুর্নাম রটিয়াছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব"

এসিয়া মাইনরে তুর্কীর অত্যাচার !

তুর্কীর গ্রীক খৃষ্টান প্রজাগণের আঙ্গোরাস্থিত প্রতিনিধি মহাশয়ের নিকট গ্রীক খৃষ্টান 'অর্থডকস চার্চ্চ' নিম্নলিখিত তারখানি প্রেরণ করিয়াছেন—

আমরা আঙ্গোরা গবর্ণমেন্টের ইস্তাহার হইতে জানিতে পারিয়াছি, ষড়যন্ত্রের অপরাধে নির্ব্বাসিত ইয়োবেল নামক একব্যক্তি বিলাতের টাইম্‌স পত্রিকায় কতকগুলি মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিয়াছে। সে অভিযোগ করিয়াছে, আমাদের গবর্ণমেন্ট আনাতোলিয়ার গ্রীকদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে চাহে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গবর্ণমেন্ট খুব জনপ্রিয় ইউরোপের অন্যান্য শক্তিকেও তুর্কীদের উদারতা স্বীকার করিতে হইয়াছে বহু বিদেশী ও আমেরিকান আমাদের এ রাজ্যে আগমন করিয়া সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন আমরা, গ্রীক প্রজারা যে বর্ত্তমান আছি, ইহা হইতেই এবং উক্ত বিদেশীদিগের সংগৃহীত তথ্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, এসব অত্যাচারের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এখানে বিনাবিচারে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া হয় না যাহারা স্বদেশ-দ্রোহিতা করিয়াছে, তাহাদিগকে জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজ্যরক্ষ আইন অনুসারে বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে আমাদের গবর্ণমেন্টের সদয় ব্যবহারে অনেকেই উপকৃত হইয়াছেন।

যে সব যায়গায় যুদ্ধ চলিতেছে, আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার্থ তাহাদিগকে দেশের মধ্যে লইয়া আসা হইয়াছে। যে সব লোক পন্টাসের রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হইয়া বিদ্রোহ সংঘটন করিয়াছিল, সরকার তাহাদের শাস্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে জাতি আপনাদের অস্তিত্ব,

আপনাদের স্বাধীনতাটুকু রক্ষার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থাটা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে কি ?

যে সব অত্যাচারের অভিযোগ করা হইয়াছে, সাধু-হৃদয় তুর্কীগণের দ্বারা ইহা কখনও সম্ভবপর নহে আমরা তুরস্কবাসী হইয়া এরূপ কলঙ্ক কখনও সহ্য করিতে পারি না তুরস্কের সহিত শান্তি স্থাপনের যে প্রস্তাব চলিতেছে, উহা যাহাতে পণ্ড হইয়া যায়, সে জন্য ইউরোপীয় শক্তিকে প্ররোচিত করাই এই সব কুৎসা রটনাকারীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ইবোয়েল ও মেলেশিয়াস যে সব অভিযোগ করিয়াছে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। আপনি (রেভারেণ্ড পোপ এটিম এফেন্দি) তুরস্ক-নিবাসী খৃষ্টানগণের প্রধান প্রতিনিধি। আপনি এসব কুৎসার তীব্র প্রতিবাদ করুন এদেশের জনসাধারণের উপরই আমাদের গবর্ণমেণ্টের শক্তি নিহিত। এখানে সংখ্যায় কম বেশীর কথা নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কোনও সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা ও ধর্ম্মে আদৌ হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের মাতৃভূমি আমাদেরি অভীপ্সিত শাসন প্রণালীতে শাসিত হউক, ইহা ইউরোপের গণতন্ত্রী রাষ্ট্র সমূহের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা

থ্রেস-সমস্যা গ্রীক

১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে মিঃ লয়েড জর্জ্জ বলিয়াছিলেন :—

"তুরস্ককে তাহার রাজধানী হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি না থ্রেস এবং এশিয়া মাইনরের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ তুর্ক জাতীয় বলিয়া ঐ দুইটি সমৃদ্ধশালী এবং প্রসিদ্ধ ভূভাগ তুরস্কের নিকট কাড়িয়া লওয়াও বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য নহে।"

"উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট এ উক্তির ভিতর কোন শর্ত্তের কথা নাই, এবং ইহা সম্পূর্ণ জানিয়া শুনিয়া বলা হইয়াছিল দেশের সকল দলের অভিমত লইয়া ঐ উক্তি করা হইয়াছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়ও ইহার প্রতিবাদ করে নাই।"—(লয়েড জর্জ্জের উক্তি—১৯২০ সাল—২৬শে ফেব্রুয়ারি।)

'তুর্ক জাতির আবাস স্থলে রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল সহ তুর্ক সাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণতা রক্ষায় আমাদের কোন আপত্তি নাই।" লয়েড জর্জ্জের উক্তি ১৯১৮ সাল ৫ই জানুয়ারী

থ্রেসের কথ

বর্ত্তমানে থ্রেস প্রদেশে যে সকল অ-মুসলমান জাতি বাস করে তাহাদের ভিতর নাকি গ্রীকরাই সংখ্যায় অধিক গ্রীকেরা যে চিরদিন ভাল ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে সে কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না তুর্ক সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া থ্রেসবাসী গ্রীকগণ যে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের জাতীয়তা রক্ষা এবং সমৃদ্ধি লাভে সমর্থ রহিয়াছে সে জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আচরিত উদার নীতিমূলক ব্যবহার ও বদান্য-তাকেই ধন্যবাদ দিতে হয় এমন একদিন ছিল যখন ভিয়েনার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বরগণ যদি তখন:ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে যে গ্রীক ও অন্যান্য অ-মুসলমানগণ তুর্ক সাম্রাজ্যের এত বেশী ক্ষতি সাধনে উদ্যত সেই গ্রীক ও অন্যান্য অ-মুসলমানগণের জাতীয় অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে তুর্ক জাতির সহিত মিশাইয়া লইতে পারিতেন বিশেষতঃ পরজাতির অস্তিত্ব লোপ করিয়া স্বজাতির সহিত সমীকৃত করিয়া লওয়াই তৎকালে ইউরোপের রীতি ছিল। এসিয়াবাসী

গ্রীকেরা ও তুর্কদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে সেখানে এখন তাহার পৃথক জাতি নহে তুর্ক অধিক সংখ্যকের ভিতর তাহারা ক্ষুদ্র অল্পসংখ্যক হইয়া বাস করিতেছে সুদূর অতীত হইতে দেখিয়া আসিলে কোথাও গ্রীকদিগের সত্ত্বের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না।

খাস গ্রীক্ রাজ্যে দশ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক তুর্ক জাতীয় লোক নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে থেস এবং মাসিডোনিয়াতে কুড়ি লক্ষ তুর্ক জাতীয় লোক বৈদেশিক শাসনে জর্জ্জরীভূত হইয়া এক্ষণে শাসনকার্য্যে ভোট দিবার অধিকারের দাবী করিতেছে এদিকে গ্রীক মন্ত্রী ভেনি-জেলাস অন্ধমোহের বশবর্ত্তী হইয়া তুর্কদিগের অধ্যুষিত বিস্তৃত ভূভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভের দাবী করিতেছেন তাঁহার বাঞ্ছাপূর্ণ ভাবে পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতিও দেওয় হইয়াছে যদি তাঁহার বাসনা পরিপূর্ণ করা হয় তাহা হইলে অবিচারের চূড়ান্ত কর হইবে এসিয়া মাইনরে "ক্ষুদ্র গ্রীস" এক অবিশ্রান্ত গোলযোগে আপদ হইয়া থাকিবে 'ক্ষুদ্র গ্রীসের গ্রীকগণ কুড়ি লক্ষ তুর্ককে কখনই শাসনে রাখিতে সমর্থ হইবে না। "ক্ষুদ্র গ্রীসের" দুই লক্ষ গ্রীক্ অধিবাসীর জন্য কুড়িলক্ষ তুর্ক কখনই তাহাদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত হইবে না বলকান সমরের পর হইতে ৩ লক্ষ গ্রীক আনাটোলিয়ার উপকূল ভাগ পরিত্যাগ করিয়া খাস গ্রীস ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে বাস করিয়াছে পক্ষান্তরে ১৫ লক্ষ তুর্ক জাতীয় লোক বলকান রাজ্য সমূহের নৃশংস অত্যাচারের ভয়ে পলায়ন করিয়া এসিয়া মাইনরে আসিয় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রীকদের কর্ত্তৃক এসিয়া মাইনর ত্যাগের পূর্ব্বেও স্মার্ণা জেলায় দুই লক্ষ গ্রীকের বাস ছিল কি না সন্দেহ

কনস্তান্তিনোপল শহরটি যে মূলতঃ তুর্কীর নগর তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না এমন কি লর্ড রবার্ট সেসিলও সম্প্রতি সে কথা

স্বীকার করিয়াছেন। এই শহরের অধিবাসিগণের তিন চতুর্থাংশ লোক তুর্ক জাতীয়। ১৩৫৬ খৃঃ অব্দে ওস্‌মানীয় তুর্কগণ প্রথম ইউরোপ মহাদেশে পদার্পণ করেন। ১৩৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহারা এড্রিয়ানোপল এবং থ্রেস জয় করেন। থ্রেসের অধিবাসিগণের ভিতর অমুসলমানগণের অপেক্ষা মুসলমানগণ সংখ্যায় এত অধিক যে দেশের সমস্ত অধিবাসীদিগের এক তৃতীয়াংশ ভাগ কেবল তাহাদিগের দ্বারাই গঠিত। নিম্নে থ্রেসের অধিবাসীদের ভিতর মুসলমান ও গ্রীকদিগের সংখ্যা প্রদত্ত হইল :—

থ্রেসের লোক সংখ্যা।

জেলা	তুর্ক	গ্রীক
এড্রিয়ানোপল (একদা তুর্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী)	১,২২,৭২৫	৩৭,৫২১
কার্ককিল্লী	১,৫০৯৭৯	৩১,৬১১
বজেষ্টো	১,০৭৫৩৩	২৫,০১৩
ডিমোটিকা	৮৪,৫৬৮	৩৯,৮৬৭
ডেডেনাচ্	৩৯,৬৬০	২৪,৬২০
গৌমুলজিনি	২,৮২৭৭	২১,৭৩৬
নেভ্রিকেপ	১১৪,৯২৮	১৯,৪৩৭
সেয়েস	১,৮৩০০০	৭৮,০০০
ড্রামা	১,৬৩,১৩২	২৫,৪১২
মোট	১১,৫৪,৮০২	৩,০৩২১২

গত তুর্কী-গ্রীক লড়াই

মোটামুটি অবস্থা

"মুসলিম ষ্টাণ্ডার্ডের" প্যারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যাঁহারা শূন্য আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তাঁহারা দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও রঙিন চিত্র আঁকিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হইতে তাঁহারা ভয় পান আমি এমন লোক নহি। আমি এ কথা গোপন করিতে চাহি না যে তুরস্কের অবস্থা আদৌ আশাজনক নহে তুর্কীদিগকে সাংঘাতিক ভাবে পরাজিত করা গ্রীকদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও কিন্তু সিদ্ধ হয় নাই সকলেই জানেন গ্রীকেরা এক নম্বরের মিথ্যাবাদী। কামাল পাশার সৈন্যদল সকল সময়েই পরাজিত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ গ্রীকেরা রটাইয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বরং একথা আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, এস্কি শহরে গ্রীকেরা তুর্কী সৈন্যদলকে সহসা আক্রমণ করিয়া ঘেরাও করিবার চেষ্টা করিলেই তুর্কী সেনাপতি অত্যাশ্চর্য্য সামরিক কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বকীয় সৈন্যদল ও যুদ্ধসম্ভার রক্ষা করিয়াছিলেন যে সকল ফরাসী অফিসার গ্রীক সৈন্যদলের সহিত আছেন তাঁহারা মোস্তাফা কামাল পাশার সামরিক প্রতিভার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। একজন ভূতপূর্ব্ব সামরিক কর্ম্মচারী আমাকে লিখিয়াছেন যে, পশ্চাদপসরণই সেখানকার (এসিয়া মাইনরের) একমাত্র রণকৌশল প্রকৃত ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই :—গ্রীকেরা প্রথম আক্রমণ চালাইবার সময় অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিল যুদ্ধের প্রত্যেক প্রকারের সাজ সরঞ্জাম তুর্কীদের অপেক্ষা তাহাদের অত্যন্ত বেশীই ছিল। তাহাদের-

ট্যাঙ্ক (বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ লৌহপাত্র), এরোপ্লেন, কামান, আক্রমণের অন্যান্য প্রচুর সরঞ্জাম ছিল। ইউরোপের দেশসমূহ এ সমস্ত গ্রীকদিগকে যোগাইয়াছিল তুর্কীদের যুদ্ধ সামগ্রী অতি অল্প পরিমাণে ছিল কিন্তু ইউরোপের দেশ সমূহে তাহার আদৌ অভাব ছিল না। গত যুদ্ধের পরে এক ইংলণ্ডেই বহু সমর সম্ভার জমিয়াছিল মিসর ও কান্তবাতে এখনও রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বহু ব্যবসায়ীর নিকট সামরিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে ইংলণ্ড প্রথমে নিরপেক্ষ থাকিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী ব্যবসায়ীগণকেও যুদ্ধ দ্রব্যাদি তুর্কী কিম্বা গ্রীকদিগের নিকট বিক্রয় করিতে দিবেন না বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীকেরা কৌশল করিয়া এই দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়াছে তাহারা সোজাসুজি ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে যুদ্ধের মালমসলা ক্রয় করে নাই—ইংলণ্ডের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন রাজ্যের দ্বারা ক্রয় করাইয়া গ্রহণ করিয়াছে। মোটের উপর ইহা নিঃসন্দেহ যে গ্রীকেরা আক্রমণ আরম্ভ করিবার সময় সমস্ত যুদ্ধদ্রব্য হস্তগত করিয়াছিল। এমন অবস্থায় তুর্কী সেনাপতির সম্মুখে কেবল দুইটী মাত্র পথ উন্মুক্ত ছিল—প্রথম, গ্রীকদের নির্দ্ধারিত সময়ে ও স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া,—দ্বিতীয়, পশ্চাদপসরণ করিয়া গ্রীকদিগকে আরো ভিতরে লইয়া যাওয়া। সামরিক হিসাব বিচার করিতে গেলে দ্বিতীয়টীই উৎকৃষ্ট পন্থা, এবং তুর্কী সেনাপতি তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন আর কিছুদিন পরেই তুর্কীদের সুবিধা হইবে মার্শাল ফশ বলিয়াছেন যে, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিলেই গ্রীকেরা মুস্কিলে পড়িবে। গ্রীকেরা এখন যে স্থানে রহিয়াছে শীতকালে সেখানে থাকা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইবে। তাহারা যতই দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিবে ততই তাহাদের অবস্থা অরক্ষিত হইয়া পড়িবে নিজের সৈন্য শ্রেণীকে অটুট

রাখাই এখন মুস্তাফ কামাল পাশার কাজ তাহা হইলে তিনি পরিণামে জয়লাভ করিতে পারিবেন যুদ্ধ সম্ভার এবং সৈন্যদল অটুট রাখা তুর্কীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন এসব তাঁহারা এখন নষ্ট করিতে পারেন না যখন মুস্তাফা কামাল পাশা ফরাসী ও ইটালী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত সন্ধি-শর্ত্তগুলি প্রত্যাখান করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লর্ড হার্বিংটনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তখন নিশ্চয়ই দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে—একথ তিনি জানিয়াছিলেন। গ্রীকদের দুরাশা অত্যন্ত উচ্চ; কিন্তু গ্রীক সৈন্যদলে এমন কি এথেন্সের গ্রীক জনসাধারণের মধ্যে শীঘ্রই যে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা দিবে ইহা একরূপ নিশ্চিত। তুর্কীরা এখন গ্রীকদিগকে যুদ্ধাঙ্গনে ব্যস্ত রাখিতে পারিলেই হইল। মুস্তাফা কামাল পাশার সেনাদল অনেক নূতন সৈন্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে গ্রীকদিগকে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত করিতে পারেন। কিন্তু সাবধানের মা'র নাই। তাই তুর্কীদের পক্ষে জয়লাভ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল। এত দিন তুর্কীরা রুসিয়ার নিকট হইতে কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই এখনো তাঁহারা নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন। কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান রাজ্যগুলিকে লইয়া এক বিরাট সংঘ গঠনের জন্য রুসিয়ার সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে লণ্ডনে আফগানিস্থান আক্রমণ করিবার মতলব আঁটা হইতেছে। পক্ষান্তরে আঙ্গোরার আফগান দূত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যদি ইংলণ্ড গ্রীসের পক্ষে যোগদান করেন তবে আফগানিস্থান ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবে। মোটের উপর ইসলামের সহিত ইংলণ্ডের মিত্রতা ভঙ্গ

ঘটিবেই। ইসলামকে এখন রুসের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে রুসিয়ার দুর্ভিক্ষের যে সব সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে রুসিয়া ইচ্ছা করিলে তুর্কীদিগকে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে তুর্কীরা নিজেরাই গ্রীকদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেন।

গ্রীসের কনষ্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ

মিত্রপক্ষের প্রতিবাদ

কনস্তান্তিনোপল হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এসিয়া মাইনরে অচিরেই আবার গ্রীক তুর্ক লড়াই আরম্ভ হইবে। ঐ সংবাদে প্রকাশ যে মুস্তাফা কামাল সমরক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিয়াছেন।

এথেন্স শহরের সংবাদে জানা যাইতেছে, দুইটী নূতন গ্রীক সেনাদল থেস সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছে গ্রীসের প্রধান সেনাপতি জেনারেল হাজানিওটি থেসের গ্রীক সেনাদল লইয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

গ্রীক কর্তৃপক্ষ কনস্তান্তিনোপল অধিকারের জন্য মিত্র পক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করে মিত্রপক্ষ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

গ্রীকেরা মিত্র পক্ষের নিকট যে চিঠি পাঠাইয়াছে তাহাতে প্রকাশ—"মিত্রপক্ষ কনস্তান্তিনোপল নিরপেক্ষ ভূমিতে পরিণত করিয়া তুরস্ককে রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তুর্কীকে বল-প্রয়োগে বাধ্য করিতে হইবে। মিত্রপক্ষের ঐ কার্য্যে গ্রীক তুরস্কে যে বল-প্রয়োগে

শান্তির পথে আনিবে, সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা বজায় থাকিলে তুর্কীরাই প্রশ্রয় পাইবে এবং খ্রীষ্টানেরা ধ্বংস হইবে। গ্রীকেরা কনস্তান্তিনোপল দখল না করিলে অন্য কোন ভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গ্রীকেরা এজন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছে। কনস্তান্তিনোপলে মিত্রপক্ষের যে সেনাদল আছে, মিত্রপক্ষ তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে যথোচিত আদেশ করুন, গ্রীকদের এই অনুরোধ।"

লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল স্যর চার্লস হ্যারিংটন ঘোষণা করিয়াছেন যে, কনস্তান্তিনোপল অধিকারের কোন চেষ্টা হইলে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সেনা শক্তি প্রয়োগ করিবেন এই ঘোষণায় এথেন্সে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তিন ঘণ্টাকাল গ্রীক মন্ত্রি সভার বৈঠক চলিয়াছিল।

মিত্রপক্ষ গ্রীক গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে চিঠি দিয়া লিখিয়াছেন, তাহা আপাততঃ কার্য্যে পরিণত করা হইবে না গ্রীক ইজীয়ান সাগরস্থ বহু দ্বীপগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের বিস্তৃত অধিকার দান করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

রোডোষ্টো দ্বীপে গ্রীক সেনাদলের অবতরণ কার্য্য চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত ২৫ গ্রীক অশ্বারোহী সেনা নিরপেক্ষ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল, সামান্য কিছু গুলিবৃষ্টির পর তুর্কী সেনাদল তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

গ্রীসের শোচনীয় অবস্থা

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের দয়ার বান উথলিয়া উঠিয়াছে, দেখিতেছি তিনি এবার তুরস্কের সহিত সন্ধি না করিয়াই ছাড়িবেন না তাই তিনি ফ্রান্সের সহিত মিলিত হইয়া তুরস্ক সমস্যার সমাধান কল্পে একটী পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে এবার প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে কিন্তু কি কারণে যে

তাঁহারা এত উদার হইয়া পড়িলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। তবে একথা সুনিশ্চিত যে, উৎকট সাম্রাজ্যবাদিগণ তুরস্কের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে নারাজ। সে যাহা হউক, মিত্রশক্তিগণ কেন যে পরামর্শ সভা আহ্বান করিতেছেন, তাহার কারণ আরব হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। দামশক্ হইতে প্রকাশিত "ফাতাল আরব" নামক সংবাদপত্র এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"গ্রীস ও আঙ্গোরার সংবাদপত্র হইতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, গ্রীসের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। তদ্ব্যতীত গ্রীসের সরকারী বিভাগ ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হইতে জানিতে পারা গেল, গ্রীসের জনসাধারণ অর্থাভাব বশতঃ ভয়ানক বিপন্ন ও কষ্টে পড়িয়াছে। গ্রীক মুদ্রা ও সরকারী কাগজাদির দাম অনেক কমিয়া গিয়াছে প্রজাবর্গের অবস্থা যে আবার ভাল হইবে, সে বিষয়ে সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে এই সকল চিন্তা ও ভাবনা সমগ্র জাতির মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। দেশের স্থানে স্থানে প্রবল উত্তেজনা ও অসন্তোষের ভাব দেখা যাইতেছে সৈন্যগণ ও অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীবৃন্দ প্রকাশ্য ভাবে এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যথারীতি খাদ্যদ্রব্য যোগাইতে পারিতেছে না। আরো জানা গেল যে, অন্যায়ভাবে তুর্কির অধিকৃত স্থানসমূহে যথা—স্মার্ণা ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত গ্রীক সৈন্যগণকে তাহাদের ন্যায্য বেতন দিতে গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিয়াছেন কারণ বহু সংখ্যক সৈন্য একযোগে তাহাদের বেতন চাহিতে আরম্ভ করে পরন্তু গ্রীক গবর্ণমেণ্ট ইহার স্পষ্ট উত্তর দিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের বেতন আর দেওয়া হইবে না, এবং তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতে পারে আরো প্রকাশ যে, কোন একজন সেনাপতিকে বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বাধ্য হইয়া বলিয়াছেন

যে, "তোমাদের অভিলাষ আর পূর্ণ করা যাইতে পারে না। যদি তোমরা একান্তই ইচ্ছা করিয়া থাক যে বেতন না পাইলে আর কাজ করিবে না, তবে তোমরা কামালের নিকট যাইতে পার কারণ তোমাদের সমুদয় বিপদের কারণ কামাল (.) সেই তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়াছে (.)"

গ্রীসের সংবাদপত্র সমূহ গ্রীসের এইরূপ ঘোর দুর্দ্দশাতে নিরতিশয় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার জন্য গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতেছে তাহারা ইহাও লিখিয়াছে যে, যদি গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে সমগ্র দেশ বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিবে এবং গ্রীসের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে সমূলে বিনাশ করিবে।"

বর্ত্তমান গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ

কামাল সৈন্যের জয়লাভ

কামাল পাশার দল ছয় মাইল স্থান ব্যাপিয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে প্রচুর ফরাসী বন্দুক ও গোলাগুলী আছে। ভীষণ যুদ্ধের পর গ্রীকের কয়েকস্থান হইতে হটিয়া গিয়াছে। গ্রীকগণ সমস্ত সৈন্যদলকে, এমন কি আর্ম্মেনিয়ানদিগকে পর্য্যন্ত, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছে।

রয়টার এথেন্স হইতে যে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, এশিয়া মাইনরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে আকর নদী হইতে হাসানবেগ পর্য্যন্ত স্থানে তিন দিন ধরিয়া অনবরত যুদ্ধ চলিয়াছে। কামাল পাশার দলে :সম্ভবতঃ দুই ডিভিসন সৈন্য] আছে। তাহারা উপযুক্ত

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কামাল পাশার প্রধান উদ্দেশ্য—রেল পথগুলি অধিকার করিয়া স্মার্ণা ও ব্রুসায় গ্রীককে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া।

কামাল পাশার দলের ডিভিসনসেনার গোলন্দাজ গ্রীক আক্রমণে যোগ দিয়াছে। তুর্কীরা ক্রমশঃ ব্রুসার দিকে অগ্রসর হইতেছে। উপকূল ভাগে গ্রীকেরা বোধ হয় দল ছাড়া হইয়া পড়িবে

আঙ্গোরা হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলে যে সংবাদ পৌছিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, কারাহিসার ও আনাতোলিয়ার উত্তরে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে। ইসমিদ অঞ্চলে গ্রীকেরা তুর্কী সৈন্যের আক্রমণে বাধা দিতে না পারিয়া হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিও হইয়াছে। তুর্কীরা বহু অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করিয়াছে এবং বহু গ্রীক সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

তুর্কী অশ্বারোহীর আক্রমণের ফলে গ্রীকদিগকে আফিয়ুন-কারাহিসার নামক একটী অতি প্রয়োজনীয় রেলওয়ে জংসন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছে

এশিয়া মাইনরে গ্রীক পরাজয়

তুর্কী সৈন্যদল এস্কি শহর নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রীক-দিগের ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী এস্কিসহর ব্রুসার ৭৭ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। ব্রুসা অধিকার করাই তুর্কীদিগের প্রধান লক্ষ্য।

আঙ্গোরার সরকারী সংবাদে প্রকাশ, তুর্কীরা সর্ব্বত্রই অগ্রসর হইতেছে। আর গ্রীক সৈন্যদল অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। তাহাদের বহু সৈন্য বন্দী হইয়াছে। এদিকে এথেন্সের খবরে প্রকাশ, গ্রীকেরা আফিয়ন কারাহিসার শহর ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রও সেখান হইতে অপসৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এস্কি

শহব এখন কামাল পাশার দখলে এসকে শহব প্রভৃতি দখল করার পর ক'মাল পাশাব সৈন্য স্মার্ণা শহব দখল করিয়াছে।

তুর্কী সম্বন্ধে জেনারেল টাউনশেণ্ডের অভিমত

জেনারেল টাউনশেণ্ড সম্প্রতি বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি জনৈক সাক্ষাৎকারীব নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তুর্কী সৈন্যগণ সাহসী এবং উদ্যমশীল তাহাদিগের একতা বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। তাহারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের পথে বসাইতে রাজী আছে, কিন্তু স্বাধীনতাব অপহারক কোন প্রকার কার্য্য তাহারা করিতে পারিবে না কামাল পাশা জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সৈন্যদল পরিত্যাগ কবিয়া ভেনিস কনফারেন্সে যোগদান করিতে পারিবেন না আনাতোলিয়ার তুর্কীগণ জেনারেল টাউনশেণ্ডকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। কামাল পাশা বিদায় কালে জানাইয়াছেন যে, তুর্কী জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শান্তি স্থাপন কবিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতে রাজী আছেন। জেনাবেল সাহেব আবো বলিয়াছেন যে তিনি কমন্স সভায় এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন কবিবেন।

কামাল সেনার সুখ্যাতি

'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রের প্রতিনিধির নিকট মেজর জেনারেল ট্যাউনশেণ্ড বলিয়াছেন,—কামালের সেনাদল অত্যন্ত শক্তিশালী তাহারা দৃঢ় সংহতি শক্তি সম্পন্ন। তাহাদেব রসদপত্র এবং সাজ সরঞ্জাম ত বেশ ভাল, অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যাপ্ত আছে গত যুদ্ধে তুর্কীরা যে সব বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল সেগুলি এখন কামালের দলেরই হাতে গত যুদ্ধ স্থগিতের সময় তুর্কীরা বন্দুকেব যে সব অংশ মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করিয়াছিল, আঙ্গোরার কারখানায় সেগুলি তৈয়ার করিয়া লওয়া হইতেছে। গাড়ীর চাকা, রেল

গাড়ী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ঐ গুলি তৈয়ার করা হইতেছে। রুষিয়ার গোলা-গুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া তুর্কীদের কামানের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া লওয়া হইতেছে। গ্রীকদের নিকট হইতে যে সব উড়ো জাহাজ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, সেগুলি মেরামত করিয়া কোনিয়ার কারখানা হইতে নূতন পাল এবং হাইল লাগাইয়া লওয়া হইতেছে। তুর্ক সেনানীগণ অত্যন্ত সুদক্ষ,—তাহারা ইউরোপের কোন শক্তির সেনানীদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

কামাল পাশা

(কাজি নজরুল ইস্‌লাম)

সৈন্য বাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণ গাহিতেছিল,—

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার মেজর মার্চ্চের হুকুম করিল,—কুইক্ মার্চ্চ্!
লেফট্! রাইট্! লেফট্!
লেফট্! রাইট্. লেফট্!
সৈন্যগণ গাহিতে গাহিতে মার্চ্চ করিতে লাগিল]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল স মাল তাই!
কামাল. তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো, কামাল. তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার মেজর :—লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্.]

সাব্বাস্ ভাই! সাব্বাস্ দিই, সাব্বাস্ তোর শম্‌শেরে।
পাঠিয়ে দিলি দুশ্‌মনে সব যম্ ঘর একদম্ সে রে.
বল্ দেখি ভাই বল্ হাঁ রে,
দুনিয়ায় কে ডর্ করে না তুর্কীর তেজ তলোয়ারে ?
[লেফট্! রাইট্! লেফট্!]
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া.
বুজ্‌দিল্ ঐ দুশ্‌মন্ সব বিলকুল্ সাফ হো গিয়া!
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
দস্যুগুলোয় সাম্‌লাতে যে এম্‌নি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো, কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
[হাবিলদার-মেজর :—সাবাস সিপাই! লেফট্! রাইট্! লেফট্!]
শির হ'তে এই পাঁও তক্ ভাই লাল লালে-লাল খুন মেখে
রণ-ভীতুদের শান্তি বাণী শুন্‌বে কে ?
পিণ্ডারীদের খুন-রঙীন্
নোখ-ভাঙা এই নীল সঙীন্
তৈয়ার হেয় হর্দম ভাই ফাড়্‌তে যিগর শত্রুদের!
হিংশুক-দল! জোর তুলেছি শোধ্ তোদের!
সাবাস্ জোয়ান! সাবাস্!
ক্ষীণ-জীবি ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্—
এম্‌নি ক'রে রে—
এম্‌নি জোরে রে—

ক্ষীণ-জীবি ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্ —

সাবাস্ জোয়ান! সাবাস্!!

[লেফ্‌ট্! রাইট্. লেফ্‌ট্!]

হিংসুটে' ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,

তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হই নি জের!

পরের মুলুক লুট ক'রে খায় ডাকাত তারা ডাকাত!

তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!

কি বল ভাই শ্যাঙাত?

হুর্‌রো হো.

হুর্‌রো হো!

দনুজ দলে দ'লতে দাদা এমনি দামাল কামাল চাই!

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

হো হো, কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!!

[হাবিলদার মেজর :—রাইট্ হুইল্! লেফ্‌ট্! রাইট লেফ্‌ট্!—

সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল]

আজাদ মানুষ বন্দী ক'রে, অধীন ক'রে স্বাধীন দেশ,

কুল্ মুলুকের কুষ্টি ক'রে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,

মোদের হাতে তুর্কী-নাচন নাচ্‌লে তাধিন্ তাধিন শেষ!

হুর্‌রো হো!

হুর্‌রো হো!

বদ্ নসিবের বরাত খারাব বরাদ্দ তাই ক'র্‌লে কি না আল্লায়,

পিশাচগুলো প'ড়্‌লো এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পাল্লায়.

এই পাগলাদেরই পাল্লায়!

হুর্‌রো হো.

হুর্‌রো—

ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা,
ওদের হল্লা শুধু হল্লা,
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধ'রতে আসেন তুর্কী-তাজী
মর্দ্দ গাজী মোল্লা,—
হা! হা! হা!
হেসে নাড়ীই ছেঁড়ে বা!
হা হা হা! হা! হা!
[হাবিলদার-মেজর ;—সাবাস সিপাই! লেফট্! রাইট্! লেফট্!
সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]
ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই!
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো, কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
[হাবিলদার-মেজর :—লেফট হুইল! ম্যাজ য়ু ওয়্যার্!—রাইট হুইল!—
লেফট! রাইট! লেফট!!
সৈন্যদের আঁখির সামনে অস্ত-রবির আশ্চর্য্য রঙের খেলা ভাসিয়া উঠিল!]
দেখচ কি দোস্ত্ অমন ক'রে? হো হো হো!
সত্যি তো ভাই!—সন্ধ্যেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ!
শহীদ সেনার টুক্‌টুকে বৌ লাল-পিরাহাণ-পরা,
স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া তায় ডগ ড'গে আনকোরা!
না না না,—কলজে' যেন টুক্‌রো-ক'রে-কাটা
হাজার তরুণ শহীদ বীরের,—শিউরে উঠে গা' টা!
আস্‌মানের ঐ সিং-দরজায় টাঙিয়েছে কোন্ কসাই!
দেখতে পেলে এক্ষুণি গো এই ছোরাটা কলজেতে তার বসাই!

মুণ্ডুটা তার খসাই !
গোস্বাতে আর পাই নে ভেবে কি যে করি দশাই !
[হাবিলদার মেজর—সাবাস সেপাই, লেফট ! রাইট ! লেফট !
উড়িয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো ঘর বাড়ী সব সামাল !
ঘর বাড়ী সব সামাল !
আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে,
ডগ্ মগিয়ে জোশ উঠেছে !
সাম্‌নে থেকে পালাও
শোহবত দাও নওরাতি আজ ! হর্ ঘরে দীপ জ্বালাও !
সাম্‌নে থেকে পালাও !
যাও ঘরে দীপ জ্বালাও !—
[হাবিলদার মেজর—লেফট্ ফর্ম ! লেফট্ ! রাইট ! লেফট্ ! —ফর্ওয়ার্ড !—
বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পার্শ্বেই পরিখার সারি।
পরিখা-ভর্ত্তি নিহত সৈন্যের দল পড়িতেছে।]
ইস্. দেখেছিস। ঐ কারা ভাই সাম্‌লে চলেন পা,
ক'স্‌কে মরা আধ মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা !
ও তাই শিউরে ওঠে গা।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.
ম'রলো যে সে ম'রেই গেছে !
বাঁচলো যারা রইল বেঁচে !
এই ত জানি সোজা হিসাব ! দুঃখ কি তার ? অ্যাঁঃ ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.
মরার দেখে ডরায় এরা ! ভয় কি মরায় ? বাঃ !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

[সম্মুখে সঙ্কীর্ণ ভগ্ন সেতু। হাবিলদার-মেজর অর্ডার দিল—"ফর্ম্ম ইন্‌টু সিঙ্গল লাইন!" এক এক জন করিয়া, বুকের পিঠের নিহত ভাইদের চাপিয়া ধরিয়া অতি সন্তর্পণে "শ্লো মার্চ্চ্" করিয়া পার হইতে লাগিল]

সত্যি কিন্তু ভাই!
যখন মোদের বক্ষে-বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই—

কেমন-সে-এক ব্যাথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে!
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধ'রে কল্‌জে খানা পেশে!
নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে' তখন ফুকরে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে!
কে যেন ভাই কল্‌জেখানা পেশে!!
ঘুমোও পিঠে, ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার, আহা!
বুক যে ভরে হাহাকারে যতই তোরে সাব্বাস দিই,
যতই বলি বাহা!
লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা!
ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার, আহা!
অস্তপারের দেশ পারায়ে বহুৎ সে দুর তোদের ঘরের বাহা!
ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটী ছোট আহা!
মরণ-বধূর লাল রাঙা বর ঘুমো!
আহা, এমন চাঁদমুখে তোর কেউ দিল না চুমো!
হতভাগা রে!

[ঢালু পার্ব্বত্য পথ, সৈন্যগণ বুকের পিঠের নিহত সৈন্যদের ধরিয়া সন্তর্পণে নামিল।]

আহা কচি ভাইরা আমার রে!
এমন কাঁচা জানগুলো খান্ খান্ ক'রেছে কোন্ সে চামার রে!
আহা কচি ভাইরা আমার রে।

[সাম্‌নে উপত্যকা। হাবিলদার মেজর :—লেফ্‌ট্‌ ফর্ম্ম !

সৈন্য-বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল ! হাবিলদার মেজর :—ফর্‌ওয়ার্ড !

লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ ! লেফ্‌ট্‌ !]

আস্‌মানের ঐ আঙ্‌রাখা
খুন খারাবীর রং-মাখা
কি খুবসুরৎ বাঃ বে ব !
জোর বাজা ভাই কাহারবা !
হোক্‌ না ভাই এ কার্‌বালা ময়দান—
আমরা যে গাই সাচ্চাবই জয় গান !
হোক্‌ না এ তোর কারবালা ময়দান
হুররো হো' !
হুররো হো !

[সাম্‌নে পার্ব্বত্য পথ—হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল। হুকুম দিয়া গেল,—"মার্ক টাইম্‌." সৈন্যগণ একস্থানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল,—

দ্রাম . দ্রাম ! দ্রাম .
লেফ্‌ট্‌ ! রাইট্‌ ! লেফ্‌ট্‌ .]

আস্‌মানে ঐ ভাস্‌মান যে মস্ত দু'টো রং এর তাল,
একটা খুবই নীল সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল,—
বুঝলে ভাই ! ঐ নীল সিয়াটা শত্রুদের !
দেখতে নারে কারুর ভালো,
তাইতে কালো রক্ত-ধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের।
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল !
গৃধ্নু ওরা, লুব্ধ ওদের লক্ষ্য অসুর বল .—

হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল !
জালিম ওরা অত্যাচারী .
সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই .
জালিম ওরা অত্যাচারী

সৈনিকের এই গৈরিকে ভাই –
জোর অপমান ক'রলে ওরাই,
তাই ত ওদের মুখ কালো আজ, খুন যেন নীল জল —
ওরা হিংস্র পশুর দল !
ওরা হিংস্র পশুর দল !!

[হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল ফর্‌ওয়ার্ড। লেফট্ হুইল্।— সৈন্যগণ আবার চলিতে লাগিল—লেফট্ . রাইট লেফট্ !]

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হ'ল ম'রে।
তোদের মতন পিঠে ফেরে নি প্রাণটা হাতে ক'রে,—
ওরা শহীদ হ'ল ম'রে।
পিটুনী খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট হ'য়েছে . কেমন ?
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা, বীর যে তোরা এমন
আওরৎ সব যুদ্ধে আসিস্ যা যা
খুন দেখেছিস বীরের ? হাঁ দেখ্ টক্‌টকে লাল কেমন গরম তাজা .
আওরৎ সব যা যা .

এঁরাই বলেন হবেন রাজা .
আরে যা যা . উচিত সাজা
তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে, কাঙাল ভাই।
[হাবিলদার-মেজর :—সাবাস সিপাই।]

এই ত চাই . এই ত চাই
থাকলে স্বাধীন সবাই আছি, নেই ত নাই, নেই ত নাই .
এই ত চাই !

[কতকগুলি লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল তাহাদের দেখিয়া সৈন্যগণ আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল]

মার্ দিয়া ভাই মার্ দিয়া !
দুশ্‌মন্ সব হার গিয়া
কিল্লা ফতে হো গিয়া !
পর্‌ওয়া নেহি, যা নে দো ভাই যো গিয়া
কিল্লা ফতে হো গিয়া .
হুর্‌রো হো !
হুর্‌রো হো !!

[হাবিলদার-মেজর :—সাবাস জোয়ান . লেফট্ রাইট লেফট্ !]

জোর্ সে চলো পা মিলিয়ে,
গা হিলিয়ে,
এম্‌নি ক'রে হাত দুলিয়ে .
দাদ্‌রা তালে 'এক দুই তিন' পা মিলিয়ে
ঢেউ-এর মতন যাই .
আজ স্বাধীন এদেশ ! আজাদ্ মে রা বেহেশ্‌তও না চাই .
আর বেহেশ্‌তও না চাই !

[হাবিলদার মেজর :—সাবাস সিপাই ফের বল ভাই !]

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই !

কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো, কামাল ' তু নে কামাল কিয়া ভাই !!

[সৈন্যদল এক নগরের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল নগর-বাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া এই মহান দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহাদের চোখমুখ আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। আজ বধূর মুখের বোরকা খসিয়া পড়িয়াছে। ফুল ছড়াইয়া হাত দুলাইয়া তাহারা বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেছিল, সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল।]

ঐ শুনেছিস্ ? ঝর্কাতে সব ব'লছে ডেকে বৌ দলে,
"কে বীর তুমি ? কে চ'লেছ চৌদলে ?"
চিনিস্ নে কি ? এমন বোকা বোনগুলি সব !—কামাল এ যে কামাল !
পাগলী মায়ের দামাল ছেলে ! ভাই যে তোদের !
তা না হ'লে কার হবে আর রৌশন্ এমন জামাল ?
কামাল এ যে কামাল !
ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই !
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই !
কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো, কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই !!

[Edited and published by Mu'nuddin Husayn, 10, Serang Lane,
and Printed by Sasibhusan Pal, Metcalf Press,
79, Boloram De Street, Calcutta.